155

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP 16 1999

পৃঃ ১ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হলগুলোকে কেন্দ্র করেই সন্ত্রাসীরা চালাচ্ছে অপকর্ম ঃ দায় বর্তাচ্ছে ছাত্রদের উপর

কৈলাস সরকার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল এখন হয়েছে সন্ত্রাসীদের আস্তানা। এরা হলগুলোকে কেন্দ্র করে একের পর এক অঘটন ঘটাচ্ছে আর এর দায় পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্র রাজনীতিক ও কর্তৃপক্ষের উপর।

সন্ত্রাসীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোকেই নিরাপদ স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছে। এসব হলকে কেন্দ্র করেই সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, অপহরণ এবং ছিনতাই ছাড়াও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন চলছে। নগরীর বিভিন্ন পাড়া ও মহল্লার মস্তানদের সঙ্গে এসকল হলে রয়েছে নিয়মিত যোগাযোগ। এ হলগুলো হচ্ছেঃ মুহসীন হল, এস এম হল, ফজলুল হক হল, জহুরুল হক হল, শহীদুল্লাহ হল ও সূর্যসেন হল।

বহিরাগত ও সন্ত্রাসীদের আস্তানা হিসেবে মুহসিন হল শীর্ষে। দীর্ঘদিন ধরে এ হলে অবস্থান করছে চিত্রনায়ক সোহেল চৌধুরী হত্যা মামলার আসামি মুন্না, ঢাকা কলেজের ডাব্লুসহ বিভিন্ন হত্যার আসামি সন্ত্রাসী সুজন, খুলনার ত্রাস এরশাদ শিকদারের অন্যতম সহযোগী আসলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কুখ্যাত ধর্ষণকারী মানিক, আশিক গোয়ালাসহ বিভিন্ন হত্যার নায়ক টোকাই মিজান, মাদ্রাসার কুখ্যাত সন্ত্রাসী ওদুদ, ঢাকা কলেজ এলাকার সন্ত্রাসী রিয়াদ, পলাশ, জাহিদসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী। এদের স্থানীয় অভিভাবক হচ্ছে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের হল শাখার নেতা, আর নেপথ্যের গডফাদার সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের আত্মীয় সম্পর্কের এক নেতা। বাগেরহাট গ্রুপের সন্ত্রাসীদের সাথে এ সব সন্ত্রাসীর ঘনিষ্ঠতা খুবই বেশি।

মুহসীন হলে অবস্থানরত সন্ত্রাসীরা গত ১ বছরে সকলের জানামতেই কমপক্ষে ১৫টি অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা ঘটিয়েছে। ঐসকল সন্ত্রাসী নগরীর বিভিন্ন এলাকা হতে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও তাদের আত্মীয়-স্বজন, প্রাইভেট কার, মোটর সাইকেল অপহরণ করে হলের মধ্যে নিয়ে আসে, পরে তাদের আত্মীয়-স্বজন বা মালিককে ফোন করে নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকার বিনিময়ে ফেরত দেয়া হয়। তাদের চাহিদা পূরণ না হলে অপহৃত ব্যক্তিদের উপর চালানো হয় নির্মম নির্যাতন।

হলের ছাত্রদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী-এ হলের ২টি রুম ও ছাদকে সন্ত্রাসীরা রিমান্ড রুম হিসেবে ব্যবহার করে। তাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য ২১২ ও ৩৩২ নং রুম এবং হলের ছাদে নিয়ে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। উল্লিখিত রুম দুটিতে কোন খাট, চেয়ার, টেবিল নেই, যেন জলসা ঘর। এছাড়া তাদের দখলে প্রায় ২০টি রুম রয়েছে।

হলের ছাত্ররা জানায় ঃ বিভিন্ন অপকর্ম ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৫

অপকর্ম ঃ সন্ত্রাসীরা চালাচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাড়া ও মহল্লার সন্ত্রাসীরা আড্ডা দিতে প্রতিদিন বিকেলে মুহসীন হলে আসে, গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা চলে।

একটি সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮২ লাখ টাকার একটি টেন্ডার নিয়ে সন্ত্রাসীদের আনাগোনা আরো বেড়ে গেছে।

শহীদুল্লাহ, ফজলুল হক, জহুরুল হক এবং স্যার এ এফ রহমান হলে রয়েছে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের 'সর্বহারার' গ্রুপের এবং নগরীর বিভিন্ন বস্তি থেকে উচ্ছেদ হওয়া সন্ত্রাসীরা।

শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক হলে বরিশাল এলাকার 'সর্বহারা' দলের সন্ত্রাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই অবস্থান করছে। এ সকল সন্ত্রাসী হল নিয়ন্ত্রক ক্যাডারদের সহযোগিতায় হলে অবস্থান করছে।

এরা হল এলাকার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অফিস এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজি করে থাকে।

এক সপ্তাহ আগে পুলিশ শহীদুল্লাহ হলের সেলুন থেকে একটি কাটা বন্দুক উদ্ধার ও ৪ জন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে।

জহুরুল হক হলে অবস্থান করছে নগরীর বিভিন্ন উচ্ছেদকৃত বস্তির সন্ত্রাসীরা। তারা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে হলে নিরাপদে অবস্থান করছে।

স্যার এ এফ রহমান হলে অবস্থান করছে যশোর ও বাগেরহাট এলাকার 'সর্বহারা'সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী। এছাড়া সূর্যসেন, এস এম হল ও জিয়া হলে ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপের সন্ত্রাসীরা অবস্থান করছে।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ, কে আজাদ চৌধুরী গত মঙ্গলবার জানান, সন্ত্রাসীদের অবস্থান সম্পর্কে জানার পর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কোন হলে যাতে কোন সন্ত্রাসী না থাকতে পারে এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।